ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় অংশীজনের করণীয়

নাজমুল হুদা মিনা, নীনা শামসুন নাহার, শাহজাদা এম আকরাম

১৪ জানুয়ারি ২০১৬

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব
- অন্যান্য খাতের মতই এ খাতেও সুশাসনের বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান; এ খাতে সংঘটিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার পেছনে দায়ী কারণগুলোর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম - রানা প্লাজা ও স্পেকট্রাম ভবন ধস, তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড
- এসব দুর্ঘটনা দুঃখজনক হলেও এ খাতের সংস্কারের সুযোগ তৈরি; সরকার ও বায়ারসহ অন্যান্য অন্যান্য অংশীজনের কমপ্লায়েন্স ও কর্ম পরিবেশ উন্নয়নের গুরুত্ব অনুধাবন
- ২০১৩ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) একটি গবেষণায় এ খাতের ৬৩ বিষয়ে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে; এসব ঘাটতির মধ্যে সরকার, মালিক ও বায়ার কর্তৃক ১০২টি উদ্যোগ গ্রহণ। পরবর্তীতে দুটি ফলো-আপ গবেষণায় এসব উদ্যোগের পর্যালোচনায় ৬০ ভাগ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়
    - তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন/ সংশোধন
    - সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধি
    - সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার জন্য নির্দেশনা তৈরি
    - পরিদর্শনের জন্য অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের দুটি টাস্ক ফোর্স গঠন
    - অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ
    - রানা প্লাজা ধসে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- টিআইবি'র গবেষণা অনুযায়ী এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পশ্চিমা ক্রেতাদের (বায়ার) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ:
  - ইতিবাচক ভূমিকা - কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবন নিরাপত্তা মূল্যায়নের জন্য অ্যালায়েন্স এবং অ্যাকর্ড নামে বায়ারদের দুটি জোট গঠন ও জরিপ; রানা প্লাজা ডোনার্স ট্রাস্ট ফান্ড গঠন
  - নেতিবাচক ভূমিকা - কার্যাদেশ বাতিল, কারখানা মালিকদের সাথে সংস্কার নিয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত অতিরিক্ত চাহিদা প্রকাশ, কারখানার মান উন্নয়নে অঙ্গীকারের বিপরীতে সহায়তায় ঘাটতি, সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার মান উন্নয়নে উদ্যোগ না নেওয়া
- তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়মিত ঘটনা; টিআইবি'র গবেষণায় 'টেকসই সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা' ও কার্যকর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে বায়ারদের দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব আরোপ; অন্যতম প্রধান বায়াররা ইউরোপ-ভিত্তিক, যাদের এ খাতের সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে
- এই পরিপ্রেক্ষিতে এ খাতের সাপ্লাই চেইনে অনিয়ম ও দুর্নীতি মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জার্মানি ও টিআইবি'র যৌথ গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

উদ্দেশ্য

তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিত করা, এসব অনিয়ম ও দুর্নীতিতে অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা চিহ্নিত করা, এবং এসব দুর্নীতি কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান

আওতা

গবেষণার আলোচনা সাপ্লাই চেইন-সংশ্লিষ্ট বিষয়েই সীমাবদ্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গবেষণা পদ্ধতি

- **এটি একটি গুণগত গবেষণা**
  - গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার
- **তথ্যের উৎস**
  - **প্রাথমিক তথ্যের উৎস** – ব্র্যান্ডসহ আন্তর্জাতিক ক্রেতা (বায়ার)/ ক্রেতাদের প্রতিনিধি/ বায়িং হাউজ, তৈরি পোশাক কারখানার মালিক/ কর্মকর্তা, শ্রমিক, কমপ্লায়েন্স অডিটর, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ, মার্চেন্ডাইজার, শিপিং এজেন্ট, ব্যাংকার
  - **পরোক্ষ তথ্যের উৎস** – সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, আন্তর্জাতিক চুক্তি/ ঘোষণা/ সনদ, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট
- **গবেষণার সময়:** নভেম্বর ২০১৪ - এপ্রিল ২০১৫

- **উল্লেখ্য, গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য তৈরি পোশাক খাত-সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়**

তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইন-সংশ্লিষ্ট অংশীজন

- ব্র্যান্ডসহ আন্তর্জাতিক ক্রেতা (বায়ার)/ ক্রেতাদের প্রতিনিধি/ বায়িং হাউজ - তৈরি পোশাক উৎপাদনের কার্যাদেশ দেয়
- উৎপাদন ইউনিট/ কারখানা - তৈরি পোশাক কারখানা, যেখানে পণ্য উৎপাদন হয়
- কমপ্লায়েন্স অডিটর/ পরিদর্শক - বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে কারখানা ও উৎপাদিত পণ্যের মান কেমন তা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নির্ণয় করে
- মার্চেন্ডাইজার - বায়ারের কার্যাদেশ অনুযায়ী উৎপাদন ইউনিটে উপকরণ সরবরাহ করা থেকে শুরু করে জাহাজীকরণ তদারকি পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত
- শিপিং এজেন্ট - উৎপাদিত পণ্য বন্দরে পোঁছানো ও পরবর্তীতে গন্তব্য বন্দর থেকে সরবরাহ করার দায়িত্বে নিয়োজিত
- ব্যাংক - বায়ারের কার্যাদেশের বিপরীতে ঋণপত্র খোলা ও পরবর্তীতে কাজের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন পর্যায় ও দুর্নীতির দৃশ্যপট

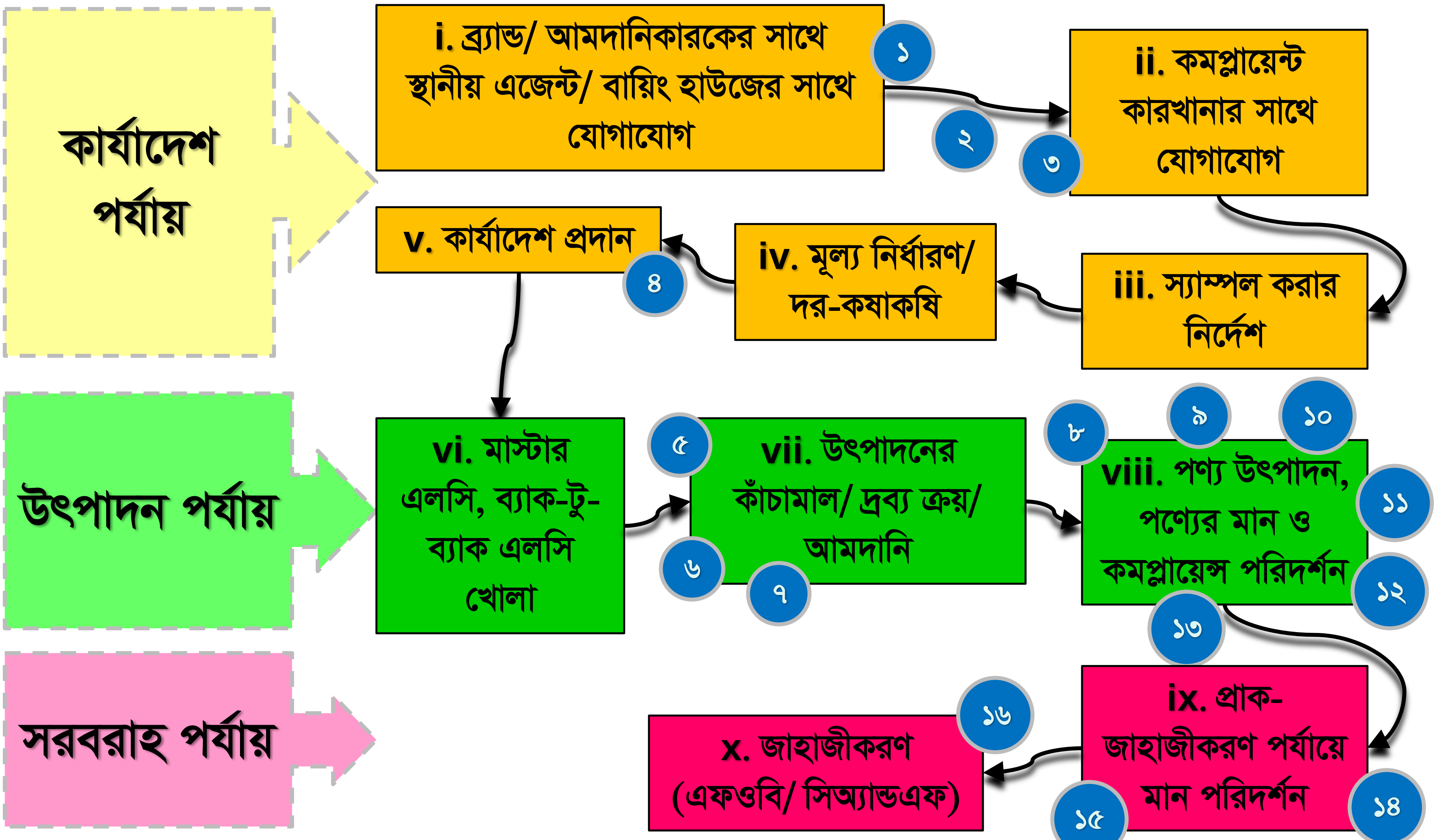

অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃশ্যপট

কার্যাদেশ পর্যায়

ক্রম	অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃশ্যপট
১.	বায়ার নির্ধারিত কমপ্লায়েন্স চাহিদা সম্পর্কে সন্তোষজনক প্রতিবেদন পাওয়ার অভিপ্রায়ে কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষককে ঘুষ দেওয়া
২.	কার্যাদেশ পাওয়ার জন্য ছোট আকারের কারখানা কর্তৃক মার্চেন্ডাইজারকে ঘুষ দেওয়া
৩.	কারখানার পক্ষ থেকে নকল কাগজপত্র তৈরি করা অথবা বিভিন্ন কাগজপত্র প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা
৪.	কারখানা/ সরবরাহকারী কর্তৃক ঘুষের বিনিময়ে বায়ার/ এজেন্টের ক্রয়ের সিদ্ধান্তে প্রভাব বিস্তার, যার ফলে কারখানার পছন্দ অনুযায়ী কার্যাদেশ দেওয়া হয়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

উৎপাদন পর্যায়

ক্রম	অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃশ্যপট
৫.	নির্দিষ্ট অ্যাক্সেসরিজ কারখানা থেকে তৈরি পোশাক কারখানাকে উপকরণ ক্রয়ে মার্চেন্ডাইজারের পক্ষ থেকে বাধ্য করা
৬.	প্রয়োজনের তুলনায় কারখানার বেশি উপকরণ আমদানি এবং বাড়তি উপকরণ খোলা বাজারে বিক্রি করা
৭.	কারখানার পক্ষ থেকে অবৈধভাবে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি ভাঙ্গানো
৮.	কারখানার পক্ষ থেকে ন্যূনতম মজুরি, কর্মঘণ্টা এবং শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন
৯.	বায়ারদের পক্ষ থেকে চুক্তি-বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন চাহিদা পূরণে কারখানাকে বাধ্য করা
১০.	কারখানার পক্ষ থেকে চুক্তি-বহির্ভূতভাবে 'সাব-কন্ট্রাক্ট' দেওয়া
১১.	এসএসসি নিরীক্ষককে তাদের প্রাপ্ত তথ্য গোপন করার জন্য কারখানার পক্ষ থেকেঘুষ দেওয়া
১২.	বায়ারের পক্ষ থেকে ইচ্ছা-মতো কার্যাদেশ বাতিল করা
১৩.	বায়ারের পক্ষ থেকে পরিদর্শন/ কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পরিবর্তন করা

সরবরাহ পর্যায়

ক্রম	অনিয়ম ও দুর্নীতির দৃশ্যপট
১৪.	মানের ঘাটতি ও নিম্নমানের পণ্যের বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কারখানার পক্ষ থেকে মান-নিয়ন্ত্রককে ঘুষ দেওয়া
১৫.	অনুমোদনের জন্য কারখানার কাছে মান পরিদর্শকের নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দাবি
১৬.	গন্তব্য দেশের বন্দর পরিদর্শনের সময় নিম্নতর মূল্য প্রদানের উদ্দেশ্যে বায়ারের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধাপে অনিয়ম ও দুর্নীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় নিয়মে পরিণত - বিভিন্ন অংশীজনের (উৎপাদন ইউনিট/ কারখানা, বায়ার, নিরীক্ষক ও অন্যান্য) মাঝে দুর্নীতির চর্চা বিদ্যমান
- এসব দুর্নীতি কখনো জোরপূর্বক আবার কখনো বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সমঝোতামূলক
- বায়ারদের পক্ষ থেকে কখনো কখনো কার্যাদেশ বাতিলের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায় - বিভিন্ন চাহিদা পূরণে কারখানাকে বাধ্য করা, কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পরিবর্তন, মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন, সর্বোপরি ইচ্ছা মতো কার্যাদেশ বাতিল করা
- শ্রম ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে ঘুষের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গের বিষয়টি “এড়িয়ে যাওয়া” যায় - পণ্যের মান, পরিমাণ ও কমপ্লায়েন্স-এর ঘাটতি ঢাকার জন্য ঘুষ দেওয়া হয়
- এ খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক করণীয়

সংশ্লিষ্ট অংশীজন	করণীয়
তৈরি পোশাক কারখানা	▪ কারখানার মালিককে অবশ্যই যে কোনো ঘুষের চাহিদা প্রত্যাখান করতে হবে এবং সকল নিয়ম ও শর্ত পরিষ্কারভাবে নির্দেশিত চুক্তিপত্রে প্রদর্শন করতে হবে
	▪ বায়ার জড়িত নেই এমন অনিয়মের ক্ষেত্রে অবশ্যই বায়ারকে দ্রুত অবগত করতে হবে
	▪ দুর্নীতির বিষয়টি বিজিএমইএ'কে অবগত করতে হবে এবং 'সালিশ সেল' কর্তৃক বিষয়টি সুরাহা করতে হবে
	▪ তদারকি ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে (যেমন বিজিএমইএ) মার্চেন্ডাইজার বা নিরীক্ষক বা নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্তির জন্য জানাতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক করণীয়

সংশ্লিষ্ট অংশীজন	করণীয়
বায়ার	▪ সরবরাহকারী কারখানার পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত যে কোনো ঘুষের প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে হবে
	▪ সরবরাহকারী কারখানাকে বায়ারের সাথে সম্পন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত 'আচরণ বিধি' সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে হবে
	▪ চুক্তি-বহির্ভূত যে কোনো অভিযোগ/ বিবাদ বিজিএমইএ'র সালিশী সেল/ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করতে হবে
	▪ পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আকস্মিক কারখানা নিরীক্ষণ/ পরিদর্শন করতে হবে
	▪ প্রয়োজনে বায়ার কার্যাদেশ বাতিল এবং কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে
	▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারখানাকে ভবিষ্যতের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করবে এবং বিষয়টি বিজিএমইএ'কে জানাবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতি মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক করণীয়

সংশ্লিষ্ট অংশীজন	করণীয়
মার্চেন্ডাইজার/ তৃতীয় পক্ষের নিরীক্ষক/ পরিদর্শক	▪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কারখানাকে সাবধান করতে হবে যে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রস্তাব প্রত্যাহার না করলে বিজিএমইএ/ সংশ্লিষ্ট বায়ার/ অন্য কোনো সংগঠন কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত করা হবে
	▪ সংশ্লিষ্ট (সরকারি/ বেসরকারি) নিরীক্ষক নথিপত্রে কোনো অসংলগ্নতা (যেমন অনুরূপ বা নকল নথিপত্র) খুঁজে পেলে বিষয়টি তার তত্ত্বাবধায়ককে দ্রুত জানাতে হবে; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
	▪ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রস্তাবের বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও বায়ারকে জানাতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কাঠামোগত সুপারিশ

বায়ার

১. বায়ারের অবশ্যই নৈতিকতা, সততা ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক আচরণ-সংবলিত নিজস্ব 'নৈতিক আচরণ বিধি' থাকতে হবে যা বায়ার ও কারখানা উভয় পক্ষের সম্মতিতে গৃহীত হবে

২. তৈরি পোশাক খাতের সাপ্লাই চেইনের জন্য ত্রুটিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য নিরীক্ষা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে

৩. প্রতিটি নিরীক্ষার ওপর কারখানা থেকে কার্যকর মতামত সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। সরবরাহকারী কারখানার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে

৪. যেসব বাংলাদেশি কারখানার সাথে ব্যবসা করছে তাদের তথ্য বায়ারদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কাঠামোগত সুপারিশ (চলমান)

সরকার

৫. প্রত্যেক কারখানার জন্য আলাদা শনাক্তকারী নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে যেন তথ্যের কোনো ধরনের কারসাজি, নকল করা অথবা সংশোধন করা না যায়

৬. সকল প্রকার জালিয়াতি ও নকল কাগজপত্র তৈরি এবং অসংগতি প্রতিরোধে সরকার ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন নিয়ম-নীতি, কর্মপদ্ধতি ও সক্ষমতার প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগ তদারকি করতে হবে

৭. শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে একটি তদারকি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও শ্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়ম-নীতি প্রয়োগে কঠোর হতে হবে

৮. শ্রম অধিকার ও ব্যবসায়িক সততা নিশ্চিত করার জন্য একটি অভিযোগ কেন্দ্র/কর্তৃপক্ষ স্থাপন করতে হবে, যা নাগরিক সমাজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগেরও নিষ্পত্তি করবে

কাঠামোগত সুপারিশ (চলমান)

বিজিএমইএ

৯. সংশোধিত শ্রম আইন ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে সদস্যদের তথ্য ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে

১০. সনদপ্রাপ্ত তৃতীয় পক্ষ নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি ও প্রকাশ করতে হবে

১১. বায়ারদের সাথে সমন্বিতভাবে একটি অনুসরণযোগ্য 'মডেল চুক্তিপত্র' তৈরি করতে হবে যেখানে পুরো প্রক্রিয়া দেওয়া থাকবে

১২. বিজিএমই ও বায়ার-এর যৌথ উদ্যোগে বায়ারদের কমপ্লায়েন্স চাহিদা মেনে চলে এমন কারখানার একটি সমন্বিত তালিকা তৈরি করতে হবে ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম

১৩. যেকোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে সহজে ও বিনামূল্যে অভিযোগ দাখিলের জন্য হটলাইন স্থাপন করতে হবে

১৪. উপরিউক্ত সুপারিশগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করার ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অ্যাডভোকেসি করার জন্য নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে

ধন্যবাদ